এসো

এক সাথে, আগামীর পথে..

Education & Solidarity Organization

Bangladeshi, Pakistani and Indian
Exclusive dress & sharees
are available here.

www.henas.com.bd
01922 338877 /henasfashion

hena's

প্রার্থনা

হে পরম করুণাময় !

আমাদের শক্তি দাও, সাহস দাও। আমরা যেন মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারি। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই। ব্যক্তিগত লোভ, হিংসা, অহংকার ও স্বার্থ ত্যাগ করতে পারি। সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলে গ্রাহ্য করি।

হে মহান সৃষ্টিকর্তা !!

তুমি আমাদের অন্ধকার হতে আলোর, অসত্য হতে সত্যের সন্ধান দাও।

সাহায্য কর পরিপূর্ণ সার্থক মানুষ হতে।

হে পরমকরুণাময় **!!**

আমাদের কে সাহায্য কর, আমরা যেন 'এসো'র লক্ষ্য বাস্তবায়নের কঠিন পথ পাড়ি দিতে পারি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করতে পারি।

আমিন

সম্পাদকীয়

সম্মানিত সুধী

আসসালামু আলাইকুম। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের প্রাণের সংগঠন "এসো" র পথ চলার একাদশ তম বছর শেষ হতে চলেছে। এবছর পথ চলার সময় টি অন্য বছর থেকে একটু ভিন্ন। বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯, করোনা ভাইরাসের দৌরাত্ম্যে জনজীবন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাপি অর্থনীতির চাকা হয়েছে দূর্বল।কিন্তু তারপরও থেমে থাকেনি জীবন। জীবনের প্রয়োজনে বিবেকের তাগিদে তাই আমরা ও থেমে থাকিনি। মানবতার সেবায় আমরা আমাদের প্রাণের সংগঠন "এসো " কে নিয়ে নিরলস ভাবে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি। বন্ধু এবং বন্ধু পরিবার ভালো থাকার জন্য নিয়েছি নানা উদ্যোগ। এসময় স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে আমরা কাছাকাছি থাকতে পারিনি কিন্তু প্রযুক্তির কল্যাণে ভার্চুয়ালি পাশাপাশি থেকেছি এবং থাকার চেষ্টা করেছি। তবে কতটুকু সফল হয়েছি তার মূল্যায়ণ করবেন আপনারা আশা করি আমাদের পথ চলায় যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তবে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং আগামীর পথ চলার সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন।

২০২০ ভার্চুয়াল বছরে ভার্চুয়াল কাজের ধারাবাহিকতায় এবারের বার্ষিক সাধারণ সভা জুম মিটিং রুমে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সব সময় সব বন্ধুদের সাথে আমরা সংযুক্ত থাকতে চাই, তাই আমাদের এই প্রচেষ্টা। দেশে এবং দেশের বাইরে যে বন্ধুরা আছে তাদের সবাই কে আমরা এক ফ্রেমে দেখতে চাই প্রতি বছর।কোভিড এর জন্যই এবারে আমাদের বার্ষিক কার্য বিবরনী অন লাইন এ উপস্থাপন করা হচ্ছে তবে আশা করি পরবর্তীতে এটি পুস্তকাকারে সকলের হাতে তুলে দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। বন্ধুদের ভালোবাসার মেলবন্ধনে এগিয়ে যাবে আমাদের প্রাণের সংগঠন "এসো"।

আমাদের সকল বন্ধু, আত্মীয় এবং শুভাকাঙ্খী ব্যাক্তি এবং প্রতিষ্ঠান কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সবসময় নানা রকম পরামর্শ এবং আর্থিক সহযোগিতা করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন এবং পাশে থেকেছেন।

ধন্যবাদান্তে

আন্জুমান আরা

এসো'র ২য় প্রকাশনা বিষয়ক উদ্যোগ

সম্পাদক

আঞ্জুমান আরা

ফরিদা ইয়াসমিন

কম্পোজ ও ডিজাইন

নাসরিন আক্তার

প্রচ্ছদ

মিতা মেহেদী

সংগঠন রিপোর্ট

সারিয়া নাফিয়া

নাহিমা সুলতানা

নাসরিন আক্তার

ফরিদা ইয়াসমিন

ফারহানা আঞ্জুম

রাহে মদিনা কারি

সারিয়া মাহিমা

প্রকাশ কাল

২৫ ডিসেম্বর, ২০২০

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

ডলি আক্তার

ফরিদা ইয়াসমিন

ফারহানা আঞ্জুম

মেহেরুন্নেসা

রায়হানা রুমা

শামিমা ইসলাম

আজাদ রহমান

জগলুল হায়দার

শুভেচ্ছাবানী- সভাপতি

এসো'র ২য় বার্ষিক সাধারণ সভায় সবাইকে শুভেচ্ছা। এই প্যানডেমিকে দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধুদের, প্রিয়জনদের সান্নিধ্যের উষ্ণতার অভাব আমাদেরকে নিস্তেজ করেছে, করছে। সেই টানাপোড়েন আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের বেড়া জাল কাটিয়ে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবারের বাসাস। সেই সাথে এবারের এনুয়াল রিপোর্ট ও প্রকাশ পাচ্ছে অনলাইনে এসো' র সাইট **esobd.org** তে। ভাবতেই শিহরিত হচ্ছি বারবার, এবারের এনুয়াল রিপোর্টের ম্যাগাজিন কাভার করছে আমাদের উদ্যোক্তা বন্ধুরা, একই মলাটে বিভিন্ন পৃষ্ঠায় দেখতে পাবো তাদের উদ্যোগ। আমি কার্যকরী পরিষদকে অনুরোধ করছি সবাইকে এই এনুয়াল রিপোর্টের প্রিন্ট দেখার সুযোগ ও সৌভাগ্য করে দেয়ার জন্য। এবারের রিপোর্ট অনেকসমৃদ্ধ। অনেক আশাতীত কাজ, অনেক নতুন অভিজ্ঞতা যোগ হয়েছে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রমে। এ বছর সশরীরে অনেক কাজ করতে না পারার কষ্ট ভুলেছি, ঢাকা কেন্দ্রি কমিটি ও নানাবিধ কার্যক্রম দেশ ছাপিয়ে বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে ভার্চুয়াল মিডিয়ায় সফলভাবে হওয়াতে।

সংগঠন করতে এসে প্রায় ২ যুগ পর প্রিয় ভারতেশ্বরী হোমসের প্রানের বন্ধুদের সাথে এক যোগে কাজ করার অনেক ভালো দিক যেমন আছে, তেমনি অনেক চ্যালেঞ্জ ও আছে। কাজে মতের ভিন্নতা, আলোচনা-সমালোচনা ছাড়া উৎকর্ষতা কখনই সম্ভবনা। সমালোচনাকে এড়ানোর জন্য নীরবতা তাই কখনই প্রশংসনীয় বা অবলম্বন হতে পারেনা। সমালোচনা কে যদি পজিটিভলি নেয়া যায়, একই সাথে সমালোচনা ও যদি গঠন মূলক হয় তাহলে কাজের গতি অনেক বেড়ে যায়। এসব কাজের তর্ক-বিতর্কে আমরা যেনো বন্ধুতা কে মিলিয়ে না ফেলি। আমাদের মিটিংয়ের বাহিরে গেট-টুগেদার, পিকনিক, ট্যুর যেনো থাকে অমলিন, আনন্দ মুখর। সংগঠন হচ্ছে ব্যক্তির আরেক সত্তা। এই সত্তাকে যত্ন করলে, লালন করলে এর অপার শক্তি অনুভব করা যায়, এর দহন অন্তরকে বোধ প্রাপ্ত করে ব্যক্তিকে আগল মুক্ত করে।

এ বছরের আরেকটি গুরুত্ব পূর্ণ কাজ হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে এসাইনমেন্ট "২০২৫ এ এসো'কে কোথায় দেখতে চাই"। বন্ধুদের সবার স্বপ্ন কম্পাইল করা আছে এসো'র সাইটে। সবার আলাদা ভাবে যে স্বপ্ন রচিত হয়েছে তা ভিন্ন কিছু না। এত জন মিলে যে স্বপ্ন দেখছি, তার শক্তি ও বিশাল। এই স্বপ্নটা প্রতি দিন মাথায় গাঁথতে হবে এমন ভাবে যেন চোখ বন্ধ করলেই আমাদের"এসো কমপ্লেক্স" পূঙ্খানুপুঙ্খ দেখতে পাই। একদিন চোখ খুলে নিজেদেরকে আবিষ্কার করবো এসো' র বিশাল প্রাঙ্গনে।

প্যানডেমিক আবর্তে আমরা অনেক না-পাওয়া, পাওয়ার ভিতর দিয়ে ২০২০ কার্য সাল পার করেছি। অনেক চাহিদা ছিলো, আছে যা পূরণ করতে পারিনি, পারছিনা। এই অপূরণীয় চাহিদা গুলো যেনো আমরা পূরণ করতে পারি। কোভিড প্যানডেমিকের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে সামনে আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়াতে পারে সাইকোলজিক্যাল প্যানডেমিক। প্রেম আর ভ্রাতৃত্বের অটুট বাঁধনে সবাইকে বেঁধে রেখে আমরা যেনো যে কোন প্যানডেমিক একযোগে সামাল দিতে পারি। ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন আর সে অনুযায়ী কাজ আমাদের অব্যাহত থাকুক।

সম্পূর্ণ সেবা মুলক সংগঠন আমাদের "এসো"র (Education and Solidarity Organization) বার্ষিক সাধারণ সভা ২য় বারের মত আগামী ২৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সংগঠনটির সামাজিক কর্মকান্ড মানুষের মধ্যে যেন মমত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপুর্ন সম্পর্কসৃষ্টি করে এবং এর মহ ৎ উদ্যোগ সমাজ তথা সুবিধা বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবন প্রবাহে সফলতা ও পরিবর্তন আনতে পারে, এটাই প্রত্যাশা। আজকের এই দিনে সংগঠনের প্রতি রইল অফুরন্ত শুভেচ্ছা।

সারিয়া নাফিয়া
সভাপতি
এসো

শুভেচ্ছাবানী- সাধারণ সম্পাদক

সংগঠন নিয়ে লিখতে বসলে সব সময়ই ভাবি, একটা সংগঠন যদি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল একটা পথে চলতে থাকে তার ত্রুটি-দুর্বলতা গুলো নিয়ন্ত্রণ করে, সেই সংগঠনের সফলতা কেউ ঠেকাতে পারবে না। সুন্দর, সাবলীল, মার্জিত একটা পথে চলতে হবে, আর সেই পথ যত কঠিন হোক না কেন এগিয়ে যেতে হবে, সদস্যদের মধ্যে পৌঁছে দিতে হবে সাম্যের বানী। কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়, সবাই এক কাতারের সদস্য আর এক সমান।সদস্যদের সবার মাঝে গুন্জে উঠুক এক গান, এক সুর আর এক কবিতার সেই লাইন.....

"গাহি সাম্যের গান,
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ- কাল- পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি"।

রোকেয়া সুলতানা
সাধারণ সম্পাদক
এসো

এসো'র

ভিশন

সার্বজনীন শিক্ষা এবং সুবিধাবঞ্চিতদের ক্ষমতায়ন।

মিশন

বন্ধু মহল এবং পরিচিতদের উদ্বুদ্ধ করে সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য একটি সুদৃঢ় টেকসই শিক্ষাভাতা তহবিল গঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং আশ্রয়স্থল তৈরী ও কর্ম সংস্থান করা।

মূল্যবোধ

আমাদের পারষ্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ, ব্যক্তিগত দায় বদ্ধতা, কাজের উৎকর্ষতা এবং সৃষ্টিশীলতা।

সালতামামি

এসো'র ২০২০সালতামামী

রিপোর্ট- ফরিদা ইয়াসমিন

২৫ডিসেম্বর২০১৯। এই প্রথম বারের মতো সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হলো। প্রথম বার হলেও এর পরিকল্পিত জমকালো আয়োজন প্রশংসা কুড়ায় সবার কাছে। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি বৃন্দ, সদস্য ও বন্ধুরা সবাই সংগঠনের কার্যক্রম দেখে নড়েচড়ে বসলেন। অনুষ্ঠান স্থলেই কেউ কেউ বড় অনুদান ঘোষণা করলেন। সত্যি বলতে অনুষ্ঠান শেষে সবার উচ্ছসিত প্রশংসায় ভাসতে ভাসতে শেষ হলো এসো'র ২০১৯ এর পথ

চলা। এসে গেলো নতুন বছর ২০২০। সংগঠনের কার্যকরী পরিষদ এতো সফল একটি অনুষ্ঠান শেষে আরো বেশি আত্মবিশ্বাসী, আরো বেশি আত্মপ্রত্যয়ী। সংগঠন নিয়ে আরো বড় পরিসরের ভাবনা এবার সবার মধ্যে।

সেই লক্ষ্যে বছরের প্রথমদিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারি সংগঠনের প্রথম কার্যকরী পরিষদের ৩৩ তম মিটিং এর মধ্যে দিয়ে শুরু হয়। এই মিটিংটি ছিল মূলত ২৫শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত এজিএম অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা।

ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন এবং ভারতেশ্বরী হোমসের আমন্ত্রণে ১০ জানুয়ারি কয়েক জন গাজিপুর এবং টাঙ্গাইল ভ্রমণ করি। ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আজিজুল বারী স্যার সংগঠন সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ও মূল্যবান পরামর্শ দেন। যা আমাদের নিজেদের কাজের প্রতি আরও উদ্যমী করে তোলে। এরপর আমরা যাই ভারতেশ্বরী হোমসে। সেখানে মিস মুৎসুদ্দি, মিস নেসা সহ অন্যান্য শিক্ষকদের পরম মমতা মাখানো আপ্যায়ন আমাদের আনন্দিত করে তোলে।

সেখানেও শিক্ষা ভাতা গ্রহণকারীদের নিয়ে তাদের অভিভাবকদের সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় হয় এবং অফিসিয়াল কিছু ফর্মালিটি পূরণ করা হয়।

১৩ ই জানুয়ারি সংগঠনের জরুরি ফান্ডের আওতায় ঠাকুরগাঁওয়ের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে শীতার্তদের মাঝে ৩০০ কম্বল বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। যে কাজটি তে আমাদের বন্ধু তানিয়ার বর টুটুল ভাই সর্বাত্মক সহযোগিতা

করেন। এসো তার কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ।

১৮ই জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য ৩৪তম মিটিং এ সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টরে ভাগ করে বেশ কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করা হয়।

সংগঠনের বুনিয়াদী কার্যক্রম এর অংশ হিসেবে ২৮ই ফেব্রুয়ারি এ বছরের প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ জন বন্ধু ও তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে ধানমন্ডির নিউ চিয়ার্স রেস্টুরেন্ট এ উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৮মার্চ। বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। এরপর হুহু করে বাড়তে থাকে করোনা রোগীর সংখ্যা। পুরো বিশ্বজুড়ে নোভেল করোনা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি ভাবে লকডাউন

ঘোষণা করা হয়। স্থবির হয়ে পড়ে পুরো পৃথিবী। নিম্ন বিত্ত তো বটেই অনেক মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে আয় রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। চারিদিকে শুধু মৃত্যু আর হাহাকার। যার যার অবস্থান থেকে ব্যক্তি তথা সংগঠন সবাই মানুষের কাছে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়।এসো'র কার্যকরী পরিষদ ও এবিষয়ে জরুরি মিটিং করে দেশে, বিদেশে থাকা বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে ফান্ড কালেকশন করে প্রায় দু'শো নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে তাদের সেবা ছড়িয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে ইউ কে প্রবাসী দুই বন্ধু আফরোজা বেগম লতা ও ফারহানা জিনিয়ার নাম উল্লেখ না করলেই নয়। ওরা দুজন অনেক বড় ফান্ড কালেকশন করে তখন ইউ কে প্রবাসী বাঙালিদের থেকে।

এর মধ্যে ১৪ই মে সংগঠনের দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। দশম বর্ষ পূর্তিতে অনেক ধরনের পরিকল্পনা

থাকলেও প্যানডেমিক সিচুয়েশনের কারণে সব কিছু অন লাইন ভিত্তিতে একটি চমৎকার অনুষ্ঠান করা হয়। যেখানে সংগঠনের শপথ পাঠ সহ নাচ, গান সবই ছিল। মহামারীর ঐ সংকট সময়ে ঐ দিনটি বেশ আনন্দ ঘন ও উৎসব মুখর ছিল।

বন্ধুদের কে একটা এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। বিষয় ছিল—২০২৫ সালে তুমি সংগঠন কে কোথায় দেখতে চাও? এ্যাসাইনমেন্টের নাম দেয়া হয়"এসো কে নিয়ে স্বপ্ন"। এ বিষয়ে অনেক বন্ধুই লেখে। মজার ব্যাপার হলো আমাদের সবার স্বপ্ন গুলি প্রায় একই। যার অনেকাংশে ঘিরে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (প্রি স্কুল, প্রাইমারি স্কুল, হাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়), হাসপাতাল, আবাসন ব্যাবস্থা, কর্মশালা, ডে কেয়ার, ওল্ড হোম

যেহেতু সবাই ঘর বন্দী ছিল তাই আমরা দুই ঈদে জুমের মাধ্যমে দুটি ঈদ আড্ডার আয়োজন করি। উল্লেখ করার মতো বন্ধুদের উপস্থিতি ছিল আড্ডা গুলিতে।

জুন মাস থেকে বন্ধু স্বর্নার পরিচালনায় প্রতি শুক্রবার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা শুরু হয়। পাশাপাশি আমাদের সন্তানদের মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক আয়োজন "টেকিং কেয়ার অফ মাই মাইন্ড" পরিচালিত হচ্ছে।

২৪ জুলাই ২য় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জুম মিটিং রুমের মাধ্যমে। এদিন ও বন্ধুদের উল্লেখ যোগ্য উপস্থিতি

ছিল।উক্ত দিনে ৪০ জন বন্ধুর উপস্থিতিতে সফল মিটিং পরিচালিত হয়। গঠন তন্ত্র অনুযায়ী কার্যকরী পরিষদের প্রতি মাসে মিটিং গুলি যথাযথ ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। জরুরি প্রয়োজনে ও বিভিন্ন সময়ে মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে রেজিস্ট্রেশন সাব কমিটি সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন এর জন্য সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরে যাতায়াত শুরু করে। ৪০ শতাংশ পুরুষ সদস্যের স্বাক্ষর সহ শত ভাগ সদস্যদের তালিকা ও অন্যান্য নথি পত্র নিয়ে রেজিস্ট্রেশন সাব কমিটি সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরে সংগঠনের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যোগাযোগ অব্যহত রেখেছে।

বন্ধু বর্না সংগঠনের স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর মাস থেকে খিলগাঁও চেম্বারে নিয়মিত রোগী দেখা শুরু করেন।

সংগঠনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা গুলিকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জমি ক্রয় করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় জমি দেখার কাজ চলমান আছে।

২৩ অক্টোবর ২০২০কুমুদিনী ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের আমন্ত্রণে শারদীয়া দূর্গা পূজার সপ্তমীতে এসো'র সদস্য ও

পরিবার বর্গ হোমস তথা কুমুদিনী ট্রাস্ট সফরে যান এবং আনন্দ উৎসবে যোগদান করেন।

সংগঠনের তৃতীয় সাধারণ সভা টি অনুষ্ঠিত হয় ৩০ অক্টোবর। এই মিটিং এর মধ্য দিয়ে বাৎসরিক বুনিয়াদী কার্যক্রম এর আওতায় '৩ টি সাধারণ সভা'র' শেষ সাধারণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং এ ২৭ জন বন্ধুর উপস্থিতি ছিল। এ দিন বন্ধুদের কাছে সংগঠন সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে বলা হয়। বন্ধুরা খুব ভালো ভালো মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে। যা ৫৫ তম মিটিং মিনিটে উল্লেখিত হয়েছে।

বন্ধু রেখার তত্বাবধানে বন্ধুদের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে সপ্তাহে পাঁচ দিন শরীর চর্চা কার্যক্রম শুরু করা হয়। তা ছাড়া আমাদের মেয়ে সন্তানদের নিয়ে একটি সাপ্তাহিক নৃত্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়।

আগামী ২৫ ডিসেম্বর বাৎসরিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্য নিয়ে' ইভেন্ট এন্ড কালচারাল সাব কমিটি' এবং 'মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশন সাব কমিটি' কাজ করে যাচ্ছে। মহামারীর কারণে এ অনুষ্ঠানটি ও অন লাইন ভিত্তিক পরিচালিত হবে।

২০২০, বৈশ্বিক মহামারী, লক-ডাউন আপাতদৃষ্টিতে থমকে যাওয়া জীবনকে ঘরবন্দী করে ফেললেও, থেমে থাকেনি কাজ। ভার্চুয়াল দুনিয়ার সাথে তাল নিলিয়ে সময়ের চাহিদা মতো 'এসো' কাজ করে গেছে ভিন্ন ধারায় তার দৃপ্ত গতিতে।শুভ কামনা রইলো এসো'র সকল সদস্য, শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি। সারা বছরের এতো ভালো কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে "এডুকেশন এন্ড সলিডারিটি অরগানাইজেশন (এসো) " এগিয়ে চলুক, মসৃণ হোক এই পথ চলা ।

৮. এসো'র সদস্য

সিরিয়াল	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার	সিরিয়াল নাম্বার	নাম	মেম্বারশীপ নাম্বার
১.	নাহিমা সুলতানা	বি এইচ ৯৪০০১	৪৭.	সেলিনা আক্তার	বি এইচ ৯৪০৪৭
২.	সারিয়া নাফিয়া	এল টি বি এইচ ৯৪০০২	৪৮.	দিপালী বসাক	বি এইচ ৯৪০৪৮
৩.	সারিয়া মাহিমা	বি এইচ ৯৪০০৩	৪৯.	হুমায়রা ফেরদৌস তানিয়া	বি এইচ ৯৪০৪৯
৪.	ডলি আক্তার	এল টি বি এইচ ৯৪০০৪	৫০.	মারিফা আফরোজ রিফাত	বি এইচ ৯৪০৫০
৫.	সিলভিয়া সুলতানা	বি এইচ ৯৪০০৫	৫১.	গিতশ্রী চন্দ মনি	বি এইচ ৯৪০৫১
৬.	নুসরাত বিনতে আহসান	বি এইচ ৯৪০০৬	৫২.	ফারহানা আঞ্জুম মুনিয়া	বি এইচ ৯৪০৫২
৭.	আফরোজা ইসলাম	বি এইচ ৯৪০০৭	৫৩.	শামিমা ইসলাম কান্তা	বি এইচ ৯৪৯৫৩
৮.	দুলালি সাজিয়া	বি এইচ ৯৪০০৮	৫৪.	নাছিমা আক্তার	বি এইচ ৯৪০৫৪
৯.	মেহেরুন নেসা	বি এইচ ৯৪০০৯	৫৫.	ডাঃ তাহেরা আক্তার	বি এইচ ৯৩০৫৫
১০.	সোমা সাহা	বি এইচ ৯৪০১০	৫৬.	রাজিয়া সুলতানা লাভলি	বি এইচ ৯৪০৫৬
১১.	রোকেয়া সুলতানা	বি এইচ ৯৪০১১	৫৭.	রিতা দে	বি এইচ ৯৪৯৫৭
১২.	তানজিলা আলম	বি এইচ ৯৪০১২	৫৮.	নাসরিন পারভীন মিলি	বি এইচ ৯৪০৫৮
১৩.	রুমানা জামান	বি এইচ ৯৪০১৩	৫৯.	তাহমিনা খানম	বি এইচ ৯৪০৫৯
১৪.	আফসিন আনোয়ার	বি এইচ ৯৪০১৪	৬০.	উম্মে রুমান হিরা	বি এইচ ৯৪০৬০
১৫.	সারিয়া গুলশান প্রমি	বি এইচ ৯০০১৫	৬১.	আসমা আক্তার	বি এইচ ৯৪৯৬১
১৬.	নাজমা খান	বি এইচ ৯৪০১৬	৬২.	মিতা রায়	বি এইচ ৯৪০৬২
১৭.	নাসরিন আক্তার	বি এইচ ৯৪০১৭	৬৩.	লিপি পাল	বি এইচ ৯৪০৬৩
১৮.	মাসুদা আক্তার	বি এইচ ৯৪০১৮	৬৪.	কাজী নুসরাত জামান	এল টিবি বি এইচ ৯৪০৬৪
১৯.	ফরিদা ইয়াসমিন	৯৪০১৯	৬৫.	মাধবী গুপ্তা	বি এইচ ৯৪০৬৫
২০.	সঞ্চিতা কর	বি এইচ ৯৪০২০	৬৬.	শাহিন আক্তার	ই এস ও ডি এম ০০১
২১.	নাহিদ ফাতেমা	বি এইচ ৯৪০২১	৬৭.	ডাঃ রুমানা ইসলাম	ই এস ও ডি এম ০০২
২২.	সাদিয়া নাসিম	বি এইচ ৯৪০২২	৬৮.	হাসিনা রোজ	ই এস ও ডি এম ০০৩
২৩.	আঞ্জুমান আরা	বি এইচ ৯৪০২৩	৬৯.	ডাঃ দীপিকা খানম	ই এস ও ডি এম ০০৪
২৪.	হাফেজা খাতুন	বি এইচ ৯৪০২৪	৭০.	ডাঃ নাজমুন	ই এস ও ডি এম ০০৫
২৫.	রাহে মদিনা কারি	বি এইচ ৯৪০২৫	৭১.	রাশেদ ইসলাম	ই এস ও ডি এম ০০৬
২৬.	ঝুমা সাহা	বি এইচ ৯৪০২৬	৭২.	রোশনি করিম	ই এস ও ডি এম ০০৭
২৭.	আফরোজা বেগম লতা	বি এইচ ৯৪০২৭	৭৩.	সুপ্রিয়া সাহা	আই আর বি এইচ ০০১
২৮.	সোনিয়া সুলতানা রিপা	বি এইচ ৯৪০২৮	৭৪.	ফারজানা সোনিয়া	আই আর বি এইচ ০০২
২৯.	টিংকু সাহা	বি এইচ ৯৪০২৯	৭৫.	ফারহানা জিনিয়া	আই আর বি এইচ ০০৩
৩০.	রায়হানা রুমা	বি এইচ ৯৪০৩০	৭৬.	সোহানা হোসেন মিকি	আই আর বি এইচ ০০৪
৩১.	মেহের নিগার তনু	বি এইচ ৯৪০৩১	৭৭.	মোহাম্মাদ আজাদ রহমান	টি সি ০০০১
৩২.	ইয়াসরিন জাহান	বি এইচ ৯৪০৩২	৭৮.	স্বরূপ কুমার সাহা	টি সি ০০০২
৩৩.	আকলিমা আক্তার	বি এইচ ৯৪০৩৩	৭৯.	মোঃ রেজওয়ান ফেরদৌস	টি সি ০০০৩
৩৪.	ফাতেমা বেগম সম্পা	বি এইচ ৯৪০৩৪	৮০.	রাহুল পাল	টি সি ০০০৪
৩৫.	সুফিয়া আক্তার মেরি	বি এইচ ৯৪০৩৫	৮১.	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	টি সি ০০০৫
৩৬.	আফরোজা জেসমিন	বি এইচ ৯৪০৩৬	৮২.	রখিন্দ্রনাথ পাল	টি সি ০০০৬
৩৭.	সাবরিনা ইসলাম	বি এইচ ৯৪০৩৭	৮৩.	শেখ শাহাদাত ফারুক	টি সি ০০০৭
৩৮.	শান্তা রায়	বি এইচ ৯৪০৩৮	৮৪.	কে এম নাজমুল হোসেন	টি সি ০০০৮

৩৯.	শারমিন সুলতানা তানিয়া	বি এইচ ৯৪০৩৯	৮৫.	মোঃ মনিরুল হক	টি সি ০০০৯
৪০.	সঞ্চিতা সাহা পপি	বি এইচ ৯৪০৪০	৮৬.	মোঃ জুনায়েদ হোসেন	টি সি ০০১০
৪১.	শারমিন রহমান	বি এইচ ৯৪০৪১	৮৭.	এস এম শাহরিয়ার হাসান	টি সি ০০১১
৪২.	জলি বনিক	বি এইচ ৯৪০৪২	৮৮.	ফয়েজ উল্লাহ	টি সি ০০১৩
৪৩.	রোমেনা ওয়াদুদ দিবা	বি এইচ ৯৪০৪৩	৮৯.	নন্দন চন্দন	টি সি ০০১২
৪৪.	শিখামনি	বি এইচ ৯৪০৪৪	৯০.	আসিফ আমজাদ	টি সি ০০১৫
৪৫.	অপর্না দত্ত অপু	বি এইচ ৯৪০৪৫	৯১.	মিনহাজুর রহমান	টি সি ০০১৪
৪৬.	আফরোজা পারভীন মিতা	বি এইচ ৯৪০৪৬	৯২.	হৃদয় রহমান	টি সি ০০১৬
			৯৩.	ইন্টারন্যাশনাল এঞ্জেল এসোসিয়েশন	এলটি ০০২

৯. কার্যকরী পরিষদ ২০২০:

সভাপতি: সারিয়া নাফিয়া বর্না।

সহসভাপতি: ফারহানা আনজুম মুনিয়া।

সাধারণ সম্পাদক: রোকেয়া সুলতানা লিমা।

সহ সাধারণ সম্পাদক: নাহিমা সুলতানা রেখা।

কোষাধ্যক্ষ: নাসরিন আক্তার ডলি।

সহ কোষাধ্যক্ষ: শামিমা ইসলাম কান্তা।

নির্বাহী সদস্য

তথ্য ও যোগাযোগ: আফরোজা ইসলাম মিমি, হাফেজা খাতুন।

সংস্কৃতি: ফরিদা ইয়াসমিন, আনজুমান আরা।

প্রচার: নাজমাখান, অপর্না দত্ত।

দপ্তর: রাহে মদিনা কারি।

১০. বুনিয়াদি কার্যক্রম

১. কার্যকরী পরিষদ মাসিক সভা ১২টি।

২. বিশেষ/জরুরী সভা (প্রয়োজন অনুসারে।

৩. ত্রৈমাসিক সাধারণ সভা ৩টি।

৪. বাৎসরিক সাধারণ সভা ১টি (ডিসেম্বর মাসে) ।

৫. পিকনিক ১টি ।

৬. ট্যুর ১টি।

১১. কর্ম পরিকল্পনা- ২০২১

১. ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়মিত শিক্ষা ভাতা প্রদান।

২. স্বনির্ভর প্রকল্পের আওতায় ঋণ প্রকল্প প্রদান।

৩. সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন।

৪. আবাসন প্রকল্প ।

৫. স্বাস্থ্য সেবা।

৬. এলাকা ভিত্তিক ক্লাব গঠন।

১২. কর্ম প্রশিক্ষণ- ২০২১

১) এ মপ্যাথি।

২) কমিউনিকেশন।

৩) কালেক্টিভ মোটিভেশন/টিম স্পিরিট।

৪) লিডারশিপ

৫) কালেক্টিভ লিডারশিপ।

৬) টিওটি।

৭) আইটি (মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট) ।

৮) কোড অব কন্ডাক্ট।

৯) ভাষা প্রশিক্ষণ (ইংরেজি, জাপানিজ) ।

১০) সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ (সংগীত, নৃত্য, চিত্রাংকন) ।

১১) বাজেট প্রস্তুত।

১৩. সাব কমিটির কার্যক্রম

এডুকেশন সাব কমিটি

সদস্য

সারিয়া নাফিয়া বর্ণা– কনভেনর

ডলি আক্তার

শামিমা ইসলাম কান্তা

রোকেয়া সুলতানা লিমা

নাসিমা আক্তার

গীতশ্রী চন্দ মনি

সিলভিয়া সুলতানা ববি

কার্যক্রম- ২০২০

- শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হয় ১৩ জন ছাত্র ছাত্রীকে ৭০০, ০০০ টাকা।

  (বন্ধুদের সন্তানঃ ৩জন

  হোমসের স্টাফদের সন্তানঃ ৩জন

  বন্ধুদের রেফারেন্স: ৩জন

  হোমসের শিক্ষকদের রেফারেন্স ৫ জন)

- ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিটিং ৩ বার।
- অভিভাবকদেরসাথেমিটিং১বার।
- স্কুল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকদের সাথে মিটিং ৪ বার।
- অতিমারীতে লক-ডাউনে ফোনে ছাত্রছাত্রীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ।

কর্মপরিকল্পনা– ২০২১

- পুরোনো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা ভাতার আওতা ভুক্ত করার জন্য পুনরায় বাছাই করা।
- ছাত্রছাত্রীদের ফাইল হাল নাগাদ করা
- ছাত্রছাত্রীদের ও অভিভাবকদের সাথে ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন।
- ভারতেশ্বরী হোমসের প্রিন্সিপালের সাথে মিটিংয়ের আয়োজন।
- ক্লাস টিচারদের সাথে যোগাযোগ নিয়মিত করণ I

- ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করার উদ্দেশ্যে অনলাইন/ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরী করা
- বছর শেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে এসো'র প্রশংসা পত্র প্রদান

বাজেট- ২০২১: ৭২০,০০০ টাকা

ফাইন্যান্স সাবকমিটি

সদস্য

নাসরিন আক্তার – কনভেনর

শামিমা ইসলাম

আফরোজা ইসলাম

আফসিন আনোয়ার

অপর্ণা দত্ত

মেহেরুন সুলতানা

নাজমা খান

কার্যক্রম- ২০২০

- সকল সদস্যদের কাছে থেকে নিয়োমিত ভাবে মাসিক চাঁদা সংগ্রহ করা।
- চাঁদা সংগ্রহের বিপরীতে কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক ভাউচার প্রদান করা।
- চাঁদা সংগ্রহ করে তা এসো'র ব্যাংক হিসাবে জমা দেয়া।
- এসো'র ব্যাংক হিসাব এবং বিক্যাশ হিসাব মেইনটেইন করা।
- বকেয়া চাঁদা আদায়ে প্রয়োজন মতো সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করা।
- সকল সদস্যের ডাটা বেইজ সংরক্ষণ এবং মেইনটেইন করা।
- সকল প্রকার আয় এবং ব্যয়ের পর্যালোচনা করা।
- সকল প্রকার খরচের অনুমোদন গ্রহণ করা।
- ২০২০ সালের বাজেট প্রত্তত করা।
- মাসিক সদস্য চাঁদা এবং যাকাত খাতে ২০২০ সাল বাজেটের প্রায় দ্বিগুণ সংগ্রহ করা।
- শীত বস্ত্র প্রদাণ এবং কোভিড এক্টিভিটিতে সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার সাব কমিটির সাথে সহযোগিতা প্রদাণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।
- প্রয়োজন মত সকল সাবকমিটির সাথে সহযোগিতা করা।
- এডুকেশন সাবকমিটির সাথে সহযোগিতা করে শিক্ষা ভাতা প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের মাসিক টিউশন ফি প্রদাণ এবং ভাউচার সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা।

- প্রথম এজি এম এর বাজেট প্রত্তত করা।এবং প্রকৃত খরচের হিসাব কার্যকরী পরিষদ এ তুলে ধরা।

কর্মপরিকল্পনা– ২০২১

- ২০২১ সালের প্রস্তাবিত বাজেট প্রস্তুতকরা।
- ২০২০ সালের নিয়োমিত কার্যক্রম সুন্দর ভাবে চালিয়ে যাওয়া।
- বকেয়া সদস্য চাঁদার জন্য মেসেজের মাধ্যমে মনে করিয়ে দেয়ার ব্যাবস্থা করা।
- বাজেট বাস্তবায়নের জন্য ফান্ডরাইজিং এ সব সাব কমিটির সাথে যৌথ ভাবে কাজ করা।
- প্রয়োজন মত সকল সাব কমিটির সাথে সহযোগিতা করে কাজ করা।

ইভেন্ট এন্ড কালচারাল সাব কমিটি

সদস্য

নাহিমা সুলতানা রেখা- কনভেনর

সোমা সাহা

আফরোজা বেগম লতা

রুমানা জামান

ফাতেমা বেগম শম্পা

আফরোজা পারভিন মিতা

সারিয়া গুলশান প্রমি

ইয়ামিন হৃদয়

কার্যক্রম- ২০২০

- কার্যনির্বাহী কমিটির মাসিক সভা আহবানের দিন, তারিখ, সময় স্থান ও এজেন্ডা উল্লেখ করে নোটিশ বিতরণে, ইভেন্টগুলি তৈরি এবং প্রচার করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
- ত্রৈমাসিক সাধারণ সদ্যসদ্যের সভা আহবানের দিন, তারিখ, সময় স্থান ও এজেন্ডা উল্লেখ করে নোটিশ বিতরণের ব্যবস্থা করা।
- মন ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য বন্ধুদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সারিয়া মাহিমা স্বর্ণার পরিচালনায় নানা বিধ পরামর্শ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- আমাদের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে " Taking Care of Myself" শিরোনামে বন্ধু স্বর্ণার পরিচালনায় সাপ্তাহিক সভার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- জানুয়ারি মাসে বি হোমসের নতুন শিক্ষার্থীদের ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করা।

- 'এসো'র ১০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।
- আমাদের সন্তানদের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে নৃত্য প্রশিক্ষণ এর উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রাত্যহিক অনলাইন গ্রুপে শারীরিক ব্যায়াম নিশ্চিত করা

কর্ম পরিকল্পনা– ২০২১

- ২০২০ এর সকল এজেন্ডা বহাল থাকবে ।
- সন্তানদের নানামুখী প্রতিভা বিকাশের জন্য সাপ্তাহিক ভিত্তিতে গান শিখানো হবে।
- সাপ্তাহিক ভিত্তিতে চিত্রাঙ্কন শিখানো হবে।
- অনলাইন এ নাচ, গান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা নেয়া হবে এবং পুরস্কার সহ প্রশংসা পত্র দেয়া হবে।
- পুরস্কার সহ প্রশংসা পত্র দেয়ার জন্য আনুমানিক ২০০০০ টাকা প্রস্তাব রাখা হল
- একাডেমিক কার্যক্রম চালু করা

রেজিষ্ট্রেশন সাবকমিটিঃ

সদস্যঃ

নাহিমা সুলতানা– কনভেনর

নাসরিন আক্তার

শামিমা ইসলাম

শাহিনা আক্তার

কার্যক্রম– ২০২০

নামের ছাড়পত্র এর আবেদন পত্র সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর এ প্রক্রিয়াধীন আছে।

কর্ম পরিকল্পনা– ২০২১

সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করা ।

প্ল্যানিং সাব কমিটিঃ

সদস্য

সারিয়া মাহিমা- কনভেনর

সারিয়া নাফিয়া

রোকেয়া সুলতানা

নাসরিন আক্তার

রিতা দে

গীতশ্রী চন্দ

সোমা সাহা

কার্যক্রম- ২০২০

- শিক্ষা প্রকল্পের জন্য শিক্ষানীতি লিখিত এবং কার্যকরী পরিষদ দ্বারা অনুমোদন গ্রহণ।
- বন্ধুদের জন্য সহজ শর্তে ঋণনীতি লিখিত এবং কার্যকরী পরিষদ দ্বারা অনুমোদন গ্রহণ।

চলমান কাজঃ

- সংগঠন এর জন্য কোড অব কন্ডাক্ট
- সাব কমিটির কার্যাবলী নির্ধারন

কর্মপরিকল্পনা- ২০২১

- স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত এবং অনুমোদন গ্রহণ।
- বৃদ্ধাশ্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রস্তুত এবং অনুমোদন গ্রহণ।
- প্রয়োজন মত গঠনতন্ত্রের সংশোধন (রেজিষ্ট্রেশন এর আগে)।
- এসো কমপ্লেক্স এর ডিজাইন চূড়ান্ত করা।

সোসাল ওয়েলফেয়ার সাবকমিটি:

সদস্য

ফারহানা আঞ্জুম মুনিয়া- কনভেনর

হাফেজা খাতুন হামজু

রাহে মদিনা ক্বারী

নাহিদা ফাতেমা সূচী

সোনিয়া সুলতানা রিপা

তানজিলা আলম তানিয়া

জলি বনিক এবং

কার্যক্রম-২০২০

- ১৩ই জানুয়ারী ২০২০ইং তারিখ রোজ সোমবার, ঠাকুরগাঁও জেলায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন বন্ধু তানজিলা আলম তানিয়ার বর নাজমুল আলম টুটুল। উক্ত পোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান, রানীশংকৈল ও হরিপুর থানার দুই ওসি মহোদয়।
- কভিড কার্যক্রম
- নিজস্ব তহবিল এর সাথে দেশ-বিদেশের বন্ধুদের ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতায় " করোনা ফান্ড" গঠনে সহযোগীতা করা।
- ভলেন্টিয়ার টিম গঠন করে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক সংগঠন এর সাথে (আবেগ, আলোরপথে, AIM) অসহায় মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।
- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, জামালপুর, টাংগাইল, সাতক্ষীরার সহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ২০০ পরিবার এবং বেশ কয়েকজন বন্ধু পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী ও অর্থ বিতরন করা হয়।
- করোনা কালীন সময়ে একজন প্রাক্তন প্রিয় শিক্ষককে এককালীন অর্থ সহযোগীতা করা হয়।
- স্বাস্থ্য প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী খিলগাঁয় রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু।
- এসো স্বনির্ভর প্রকল্পের আওতায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট ঋণ কমিটি গঠন করে ঋণ প্রদান কর্মসূচি শুরু।
- এসো'র নিজস্ব স্থাপনার উদ্দেশ্য জমি দেখার কাজ শুরু ।
- কুমুদিনী ট্রাটের আমন্ত্রণে ২৩শে অক্টোবর ২০২০ইং রোজ শুক্রবার শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে, এসো'র সদস্য ও পরিবার বর্গ, ভারতেশ্বরী হোমস তথা কুমুদিনী ট্রাস্ট মির্জাপুর টাঙ্গাইলে আনন্দ উৎসবে যোগদান করেন।।
- সব বন্ধুদের অংশগ্রহণে দুই ঈদে যুম আড্ডার আয়োজন করা।
- বন্ধুদের প্রিয়জন হারানো শোকের সময় এবং অসুস্থতায় পাশে দাঁড়ানো।
- মিডিয়া এন্ড কমিউনিশন সাব কমিটির সাথে সম্মিলিত ভাবে ১৫৪ জন বন্ধুর তালিকা তৈরি এবং তাদের সাথে যোগাযোগ এর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

কর্মপরিকল্পনা-২০২১

- এসো'র নিজস্ব ভবনের জন্য জমি ক্রয় করা।
- স্বাস্থ্য প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
- এসো ইউথ ক্লাব গঠনের উদ্দ্যেগ গ্রহণ করা।
- পূর্বের ন্যায় কাজ অব্যাহত থাকবে(পিকনিক এবং গেট টুগেদার এর আয়োজন করা,দুর্যোগ সহায়তায় কাজ করা,বন্ধু বা সদস্য ও তার পরিবারের অসুস্হতায় পাশে থাকা)

তথ্য ও যোগাযোগ সাব কমিটি

সদস্য

ফরিদা ইয়াসমিন- কনভেনর

আনজুমান আরা

নুসরাত বিনতে আহসান

ফারহানা আনজুম মুনিয়া

সঞ্চিতা সাহা পপি

ঝুমা সাহা

সঞ্চিতা কর

কার্যক্রম-২০২০

- বছরজুড়ে সংঘটিত ২৩ টি মিটিং মিনিটের রেকর্ড লিপিবদ্ধ
- 'এসো' দিবস(১৪ মে) নিয়ে প্রচারণা
- 'এসো' দিবস নিয়ে পর্যালোচনা রিপোর্ট
- আইটি এডমিন কে বিভিন্ন তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা।
- "শীত বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি " তে ফান্ড কালেকশনে দেশ-বিদেশেরবন্ধুদেরসাথে যোগাযোগে ভূমিকা পালন।
- কোভিড পরিস্থিতিতে যোগাযোগে ভূমিকা পালন।

কর্মপরিকল্পনা-২০২১

- অন লাইনে লেখালেখির মাধ্যমে সংগঠনের প্রচার ও প্রসার বাড়ানো।
- প্রতিটি মিটিং এরপর একটি অডিও বুলেটিন প্রকাশ করা।
- প্রতিটি ত্রৈমাসিক সাধারণ মিটিং এর পরে একটি অনলাইন বুলেটিন প্রকাশ করা।
- এসো সকল সদস্যদের সন্তানদের তালিকাভুক্ত করা (এসো ইয়াং মেম্বার)

আমি শখের বশে ব্যবসা করি

কি? অবাক হলেন??

না সত্যি, আমরা অনেকেই হয়তো শখের বশে ব্যবসা করি, কেউ হয়তো ঝরে যাই, কেউ টিকে থাকি, এটাই বাস্তব।
শখের বশে ছবি আঁকা যায়, শখের বশে গাছ লাগানো যায়, কিন্তু ব্যবসা করা যায় না। এই যে এত্ত নামি দামি ব্র্যান্ড, শোরুম কেউ শখ করে কিছু শুরু করেনি। শুরুটা ছিল প্রয়োজন থেকে। এতো পথ পাড়ি দেওয়া কি এতই সহজ? শুধু মাত্র শখের বশেই কি এত্তো দূর আসা যায়?? না, প্রয়োজনের তাগিদে শখ এবং উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে করতেই একদিন পেশায় ব্যবসায়ী হয়ে যায়।

আমি কান্তা---

নাবিলা'স সপ
স্বত্বাধিকারী: মেহেরুন নেসা

কান্তা'স ক্রাফট
স্বত্বাধিকারী: শামিমা ইসলাম কান্তা

মশলা মহল

স্বত্বাধিকারীঃ ফরিদা ইয়াসমিন

সংগঠন করিয়া কী হইবে ?

সংগঠনের কাজ না করে, উড়ে এসে জুড়ে বসে সংগঠন নিয়ে বা সংগঠনের জন্য কিছু বলাটা দৃষ্টিকটু লাগতে পারে, এই আশঙ্কা মাথায় রেখেই লিখতে বসেছি। প্রথম থেকে এই অব্দি বেশ অক্রিয় ভূমিকায় ধুকে ধুকে কোনরকম ঝুলে আছি মাত্র, তবুও যেহেতু এসো বন্ধুদেরই হাতে গড়া, উপরন্তু আদা-জল খেয়ে উঠে পড়ে যারা এসোর হালে নিরন্তর ঘাম ঝরাচ্ছে, তাঁদের মধ্যে আমার সহোদরা এবং খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু থাকায় কার্যত একাধিক চোখ দিয়ে "এসো"কে দেখেছি নিয়ম করেই। সেই অর্থে, অসম্পূর্ণ হলেও, "এসো"র এই দশক যাত্রা খুব অচেনা বা অজানা নয়।

কোন একদিন আমিও সক্রিয় একজন সদস্য হয়ে উঠবো কিনা জানিনা। কিন্তু "এসো" সদা সক্রিয় থাকুক, শক্তপোক্ত একটা স্থায়ী অবস্থানে নিজেকে স্থিত করুক ~ এই চাওয়া টুকু নির্ভেজাল। সেই জোরেই লিখতে বসা।

সাধারণ বোঝাপড়া, সামান্য অভিজ্ঞতা আর পথ-চলায় যতটুকু জানা শোনা হয়েছে সেগুলোকে পুঁজি করে মূলত ভাবতে বসেছিলাম, "সংগঠন করে কী লাভ?" এই তাৎক্ষনিক ভাবনার প্রকাশ নতুন/অভিনব কোন চিন্তার খোরাক দিবে এমনটা আমি মনে করি না, তবে জানা কথার চর্বিত চর্বণও কখনো কখনো নতুন করে উৎসাহ/উদ্দিপনা যোগাতে পারে।

মানুষ এই পার্থিব যাপিত জীবনের একটা 'অর্থ' খোঁজে। সে তাঁর জীবদ্দশায় অন্যান্য কাজের (পেশা/প্যাশন) পাশাপাশি একযোগে এক বা একাধিক সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকতে পারে, আবার কস্মিন কালেও কোন সংগঠনের ধাঁরে কাছে না ঘেঁষেও একটা জীবন যাপন করে যেতে পারে। কোন দিকেই এমন কোন ধরা-বাঁধা শর্ত নাই। যা যা হবার কথা ছিল, যা যা পাবার কথা ছিল তার সবকিছু যদি অক্ষরে অক্ষরে মিলেও যায়, সেই 'অর্থ' নিশ্চিত হবেই, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। "বিশেষ মাত্রায় স্বার্থপর ও আমি কেন্দ্রিক" না হলে, ইন জেনারেল, মানুষ আসলে নিজের উর্ধ্বে উঠে অন্য মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। যা আছে, যতটুকু আছে, তাই নিয়ে সে যতটুকু বোঝে, যেভাবে পারে — অন্যের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। দর্শন দিয়ে, জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে, সৃজনশীলতা দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সময় দিয়ে, শ্রম দিয়ে, অর্থকড়ি দিয়ে, প্রার্থণা দিয়ে মোদ্দা কথা যা আছে তাই দিয়ে, "সুস্থ-স্বাভাবিক" মানুষ শেষ মেশ অন্য মানুষের জন্য নিজেকে কাজে লাগাতে চায়, বিশেষ অর্থ যুক্ত করতে চায় এই নশ্বর জীবনে।

মানুষের জন্য করার এই ইচ্ছা পূরণ এবং এর পরিসর/পরিব্যপ্তি আরও সহজ, সুগম ও বিস্তৃত হয়, যখন সাথে আরও অনেকে একই উদ্দেশ্যে হাত ধরে হাঁটে। সংগঠন করার এটা হল একটা বিশেষ প্রাপ্তি। দল বেঁধে কাজ করা মানুষের আদিম প্রবণতার একটি। এক দল সাংগঠনিক রূপ দেয়, আবার কিছু মানুষ কোন ফর্মাল নাম-ধাম না দিয়েও দল বেঁধে সংগঠনের মতই কাজ করে যেতে পারে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, সুস্পষ্ট গঠনতন্ত্র কেবল কর্মক্ষমতাই বাড়ায় না, এর দীর্ঘ স্থায়িত্বের সম্ভাবনাও তৈরি করে।

কিন্তু কেবল এই মহৎ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা সুনির্ধারিত কোন গঠনতন্ত্র একটা সংগঠন জিইয়ে রাখে, এমনটা আমার মনে হয় না। অবশ্যই এর সাংগঠনিক ব্যাপার-স্যাপার এর কাঠামোকে সচল রাখে। কিন্তু, সদস্যদের, বিশেষ করে এসোর মত একটা স্কুল-ফ্রেন্ডস-বেইজড সোনায়-সোহাগা সংগঠনের, সবচেয়ে বড় পাওয়া হল সঙ্গ, বলা ভালো, বন্ধু-সঙ্গ। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনেও, এইরকম অলটাইম-রেডিমেইড সার্কেল একটা আলাদা জীবনীশক্তি যোগ করে। বন্ধুদের পারস্পরিক লেনদেনের এই উষ্ণ-প্রবাহ প্রকারান্তরে সংগঠনকে চাঙ্গা রাখে। এই ব্যস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সময়ে "এসো" যেমন বন্ধুদের সাহচর্য দেয়, তেমনি একযোগে নিঃস্বার্থ কাজ করার একটা সহজ উপায়ও বাতলে দেয়, এবং এই সবার সম্মিলিত মানসিক শক্তিতেই সংগঠন বেঁচে থাকে।

জাগতিক কাজকম্ম, হিসাব নিকাশের বাইরে গিয়ে নিজের কথা ভুলে পরার্থে কাজ করাকে, সুক্ষ হিসাবে, আমার আসলে পরের জন্য করা মনে হয় না, মূলত নিজের জন্যই করা। আমার মতে, কোন মানুষই স্বার্থের বাইরে বেরোতে পারে না, তা তিনি যতই মহানুভব হোন না কেন। তফাতটা কেবল স্বার্থের প্রকার এবং প্রসারতা ভেদে। কেউ নিত্য জীবনে আটকে থাকে, কেউ কেউ সেই শিকল ভেঙ্গে মহা মহাসড়কের পথে হাঁটে; কেউ সৈকতের দৃষ্টি সীমায় ঝিনুক খোঁজে, কেউ কেউ বিক্ষুব্ধ মাঝ-সমুদ্রে নতুন কোন সৈকতের খোঁজে পাঞ্জা লড়ে। উদ্দেশ্য কিন্তু সবারই এক, নিজেকে তৃপ্ত করা। কারো স্বার্থ নেহায়েত নিজের ভাল-মন্দে আটকে যায়, কারো স্বার্থ সেই গণ্ডি পেরিয়ে অনেকের ভাল-মন্দের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সবাই নিজ স্বার্থের পেছনেই দৌড়ায়। সংগঠন আসলে ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাপিয়ে নিজের ক্ষমতার চেয়েও ঢের বড় করে ভাববার, স্বপ্ন দেখার এবং তদানুযায়ী কাজ করার সাহস যোগায়, সুযোগ তৈরি করে। সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা জীবনের প্রতি এবং নিজের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গিকে ইতিবাচক বা আরও বেশি ইতিবাচক করে তোলার সম্ভাবনা তৈরি করে।

সারিয়া মাহিমা
কনভেনর
প্ল্যানিং সাবকমিটি

স্বপ্ন____

নুসরাত আহম্মান পান্নুর লিখা ---- ফেসবুক থেকে নেয়া--------

আজকে সন্ধ্যায় স্বর্ণার সাথে কথা হল (পরে অবশ্য হিরাও যোগ দিয়েছে), অন্যসময় সময় এই সেই নিয়ে, মুভি, বই, মিউজিক আর সব আবোল-তাবোল কথাবার্তা, মাঝে একটু রাগ-বিরাগ আর মান-অভিমানের পর্বও গেছে এরকম, এর আগে আর কখনই হয়নি ---কিন্তু আজকের সন্ধ্যার কথোপকথনটায় ছিল একটু ভিন্নতার ছোঁয়া। উহু, আমারা আমাদের শৈশব-কৈশোরে ফিরে ফিরে যাইনি কিন্তু স্বপ্ন দেখছিলাম কিভাবে আমাদের সেই স্বপ্নময় শৈশব-কৈশোরটাকে আমারা যখন বৃদ্ধ হব তখন ফিরিয়ে আনা যায় কিনা!

একটা সুন্দর স্বপ্নময় স্বপ্ন!

একটা শান্তিনিকেতনের মত স্কুল, সম্বলহীন অসহায় বাচ্চারা পড়াশোনা করবে, থাকবে বাচ্চাদের কিচিরমিচির, উচ্ছলতা! অর্থপূর্ণ সরবতা আমাদের চারপাশ পূর্ণ করবে! আমরা এখানে সেরা শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়ার চেষ্টা করব! আমাদের মধ্যে যারা পড়াতে ইচ্ছুক, রিটায়ার্ড করার পরে এই পবিত্র কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারব , না পারলেও সমস্যা নেই।

একটা বড় আধুনিক হাসপাতাল থাকবে! অসহায় মানুষজন আসবে চিকিৎসা নিতে। আবার আমরাও যখন বৃদ্ধ হব, সবাইতো আর সব জায়গায় যেতে পরব না, এখানেই চিকিৎসা নেব!

শুধু এটুকুই নহে বন্ধু, আরও আছে--
একটা বৃদ্ধাশ্রম হবে। সামনে একটা বিশাল দিঘি। অনেক গুলো ঘাট বা বসার বেঞ্চি থাকবে, রাতে শরতের জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে বুড়ো বয়সে সেই হোমসের মত জমিয়ে আড্ডা দিব। তখনও যারা গাইতে পারলে গলা ফাটিয়ে গাইবে, নাচতে পারলে নাচবে! সত্যি একই সাথে রথও দেখা আবার 🍌বেচা বোধহয় একেই বলে।

আমি এইসব লিখতে লিখতে এত এক্সাইটেড হয়ে যাচ্ছিলাম---হোমসের সেইসব আনন্দময় সুখের দিনগুলো খুব মনে পড়ছে। সেইসব আড্ডা-গল্প, সেইসব হৈ হৈ রৈ রৈ!

ফিলিং ইমোশন্যাল, বন্ধুরা !!!

স্বপ্ন_____

এসো জন্ম ১০ সালের ১৪ই মে নীরবে বললে ভুল হয়না। আস্তে আস্তে ৫ কান ১০ কান হতে হতে আজ অবধি ৮৭ থেকে ৯৬ প্রায় সকল বান্ধবীর সমন্বয়ে "এসো" এখন গোছানো ও পরিপূর্ণ। ২০ সালে বসে ভেবেছিলাম বাংলাদেশের নামকরা অনেক বড় বড় টিভি চ্যানেল গুলোতে সংবাদ শুরু করার আগে সংবাদ পাঠিকা বলেন এবি ব্যাংক সংবাদ শিরোনাম "এসো" সংবাদ শিরোনাম কেন নয়?

বড় রাস্তা ধরে কিছু দূর যাবার পরে বায়ে মোর ঘুরে একটু গেলেই ফলকে বড় বড় করে লেখা "শান্তি নিবাস " প্রধান ফটক থেকে ভিতরে ঢুকতেই পিচঢালা রাস্তার দুইপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে নারিকেল, সুপারি, তাল তমালের সারি। প্রথমেই চোখে পরে ডাক্তার আপার হাসপাতাল। যেখানে পুরো চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। ১ টাকা মূল্যর টিকিট বিক্রি করা হয়। হাসপাতালের পাশে ফুলের বাগান, জানা- অজানা নানা রকম ফল ও ভেষজ গাছ। কিছুদূর গিয়ে চোখে পরে "মা রেখার" নাচের স্কুল। নাচের পাশাপাশি ইওগা ও মেডিটেশন করা হয়। পাশেই শান বাঁধনো পুকুর। পুকুরের চারপাশে কৃষ্ণচূড়া ও রাধাচূড়ার গাছ। স্কুলের সাথেই খেলার মাঠ। শ্রেণি কক্ষের জানালা দিয়ে মাঠ, পাখি, ফুলের বাগান সবটাই চোখে পরে। "এসো" র এখন নিজস্ব ডেয়ারি ফার্ম , হাঁস-মুরগির খামার, সাথে আছে ফসলের জমি যেখানে ধান, গম, শাক- সব্জির চাষ হয়। পুকুরে মাছ চাষ হয়। মনোরম দৃশ্য মন - প্রাণ জুরিয়ে যায়। এবার আসি শান্তি নিবাস এর কথায়। বৃদ্ধাশ্রম শব্দটি যেখানে প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে "এসো" র "শান্তি নিবাস" একটি বিরল দৃষ্টান্ত। শান্তি নিবাস এ যারা থাকেন তারা অপরের বোঝা হয়ে বা গলগ্রহ হয়ে বা সমাজের বাতিল হিসাবে কেও আসেন না। যারা শান্তি নিবাসে থাকেন তারা সবাই স্বেচ্ছায় নিজের আনন্দ ভাগাভাগি করার জন্যেই থাকেন। একবার কেও আসলে ফিরে যাবার কথা কেও ভাবেনা। "এসো" ছিমছাম, পরিপাটি সাজানো – গোছানো ছবির মতো সুন্দর। এটা সম্ভব হ যেছে প্রত্যেকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। দেশে , বিদেশে, ডোনারসহ যে যেখানে আছে সবার প্রচেষ্টার ফলে আজ "এসো" এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো পৃথিবী জুড়েই আজ "এসো" র জয়ধ্বনি। আর হ্যাঁ "এসো" র সাক্ষাৎকার নিতে এখন প্রায়শঃই সাংবাদিক রা "এসো" তে আসেন। সংবাদ পড়ার সময় বলা হয় "এসো সংবাদ" শিরোনাম।

"এসো" র পাশে আছি।

আমৃত্যু "এসো" র পাশে থাকবো ইনশাআল্লাহ।

নাজমা খান জুথী
সদস্য,
কার্যকরী পরিষদ, এসো

কেকার
স্বত্বাধিকারী: ফারহানা আঞ্জুম মুনিয়া

মান সম্মত রান্না চাই
ভেজাল মুক্ত মসলা খাই।

মশলার জগৎ
স্বত্বাধিকারী: রায়হানা বুমা

পুজোর ছুটিতে প্রাণের ক্যাম্পাস এ বন্ধুদের সাথে একদিন

সময়ের ব্যস্ততায় যখন আমরা ক্লান্ত,পরিশ্রান্ত,তখনই মন একটু অবসর খুঁজে,প্রিয়জনদের কাছে পেতে চায়।অনেক দিন ধরেই ভাবছিলাম প্রাণ প্রিয় ক্যাম্পাস ভারতেশ্বরী হোমসে এক বার যাব।হঠাৎ গ্রুপে দেখি হীরা লিখেছে পূজায় হোমসে যেতে ইচ্ছে করছে,তোরা কে,কে যাবি? মিস মুৎসুদ্দি আমাদের আমন্ত্রণ পাঠিয়েছে।এর পর কারো কোন সাড়া নেই।হামজু বলল,আমি যাব,এরপর মুনিয়া,তারপর একে একে আমরা সবাই রাজি হলাম।তারিখ ঠিক হলো, (২৩শে অক্টোবর)৭মী পূজার দিন যাব।যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করল মুনিয়া ও বর্ণা।পূজা পার্টি নামে একটা গ্রুপ করা হলো এবং ২২ তারিখ রাতে জুম মিটিং এর মাধ্যমে কে কোথা থেকে কয়টায় বাসে উঠবো ঠিক করা হলো।

পর দিন ভোর ৬.৩০মিনিটে আমি, সোমা এবং রিতা এই তিন পরিবারের সবাই জিগাতলা বাসস্ট্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করলাম।এরপর রামপুরা টেলিভিশন ভবনের বিপরীতে গাড়ি থামানো হল।সেখান থেকে কান্তা,সুমি,ববি,মিমি সবাই উঠলো।মেঘলা আকাশ,গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে,কিন্তু আমাদের সভাপতি আপা এখনো আসছেনা,সবাই অপেক্ষা করছে।এর মাঝে ববি বলে উঠলো,"কি রে আমাদের সবাইকে তাড়া দিয়ে বর্ণা যাওয়ার কথা ভুলে গেলো নাকি ? সোমা বর্ণাকে ফোন দে।" এর কিছুক্ষণ পরে কিছুটা ভিজে ভিজে বর্ণা ও প্রমি আপু গাড়িতে উঠলো। আমাদের দুই মেয়ে জল (বর্ণার)ও মিম্মা(কান্তার)শাড়ি পড়ে এসেছিল। দুজনকে পুতুল পুতুল লাগছিল ।এরপর মহাখালী মেট্রোপলিটন হাসপাতালের সামনে থেকে ডলি এবং মুনিয়া আমাদের সাথে যোগদান করে। হোমসের উদ্দেশ্যে (৭.৩০প্রায়) যাত্রা শুরু করলাম। গাড়িতে সবাই টুকটাক খাবার নিয়ে গিয়েছিলাম , তা দিয়ে হালকা নাস্তা হল , এই পর্বে কান্তার নিজের হাতের বানানো ডোনাট এবং মসলা চা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

এরপর ৯:৩০ এ আমরা হোমসের গেটে পৌছালাম। পারমিশন নিয়ে গাড়ি ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।কিন্তু গাড়ি হসপিটালের অফিস কক্ষের সামনে থামিয়ে সবাইকে নামতে বলল। সবাই গাড়ি থেকে নেমে অফিসে গিয়ে কিছুক্ষণ বসলাম।তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হচ্ছিল নিজের পরিচিত জায়গায় অতিথি হয়ে গিয়েছি । আমাদের চা-বিস্কুট খাওয়ানো হলো।সবাই ঘুরে ঘুরে জ্যাঠা মনি , জেঠি মা ,রাজীবদা সহঅন্যদের ছবি দেখছিল এবং কিছু গ্রুপ ছবি ওখানে সবাই মিলে তোলা হলো । এরপর হোমসের গেটে যেতে যেতে সুমি , শিউলি ফুল কুরালো ও কিছু ছবি তুলল হোমসে গিয়ে দেখি কেউ নেই।কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, মনটা একটু খারাপ হল,এমন দিনে আসলাম হোস্টেল খালি, টিচাররা নেই, ছাত্রীরাও নেই, বৃষ্টিও পরছে।কিন্তু না --সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে হোমসে মেয়েরাই পারে সবকিছুকে জয় করতে ।এরই মাঝে ডলি, মুনিয়া কান্তা মাঠে ছাতা নিয়ে নেমে গেছে। দুই ঐশী আমারও সুমির মেয়ে ছাতা ছাড়াই বৃষ্টিতে ভিজেছিল আর ছবি তুলছিল। ওদেরকে দেখে বাকিরাও আস্তে আস্তে মাঠে নেমে সবুজ ঘাসে পা ভেজালাম। সবুজ ঘাসে ভরে গেছে মাঠ কোথাও কোথাও একট একটু পানি জমে আছে যা আমরা আগে কখনই দেখিনি।এরপর নিস নেসা আসলেন উনার সাথে সবাই কুশল বিনিময় করলাম।উনি নিজের রুম টা খুলে দিলেন আমাদের বসার জন্য। যাকে দেখলে ১০০ হাত দূরে থাকতাম সেই মিস নেসা আমাদেরকে তার রুম খুলে দিয়েছেন বসার জন্য। বয়স বেড়েছে----কিন্তু এখনো তার গড়ন একই আছে, এখনো পাট ভাঙ্গা শাড়ি পড়েন,কথাবার্তাও বলেন দাপটের সাথে।কিন্তু কোথায় যেন মনে হলো একটা অভাব আর অসহায়ত্ব কাজ করছে। আমাদের দেখে খুশি হলেন, নাস্তা আনতে পাঠালেন।টিচার্স ডাইনিং এর পাশের চেয়ারে নির্বিকায় অনেকক্ষণ বসে থাকলেন এর মাঝে বৌমণি জানতে পেরেছেন আমরা এসেছি , তাই তিনি প্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন। সেই প্রসাদ আর নাস্তা মিস নেসা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের খাওয়ালেন। সে এক অন্যরকম অনুভূতি অন্যরকম পাওয়া।

নাস্তা খেতে বসে সবার আকর্ষণ মালপোয়া । মালপোয়া নিয়ে হলো কিছু মজার ঘটনা ।ববি আর বর্ণা মালপোয়া জমাতে শুরু করলো ।এক পর্যায়ে ববি বর্নার সিটে বসে পেঁপে খাচ্ছিল । বর্ণা ববির প্লেটের মালপোয়া ভ্যানিশ করে দিল। আমরা বললাম ববি ভালো করে পেঁপে খা এসিডিটি ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ আমি কাঁচা পেঁপে ও এখন খাই । পরক্ষনেই বুঝতে পেরে বলল "বর্ণা না তোমার ওপর এ বয়সে

চোর অপবাদ টা পরুক আমি সেটা চাইনা "। আমরা সবাই হেসে উঠলাম মনে হচ্ছিল , বাবার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ভাই বোনের খুনসুটি হচ্ছে । এরপর আমরা হোমসের চেনা অলিগলি ,ডাইনিং ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সবকিছু আগের মতোই আছে শুধু চেনা মুখ গুলো হারিয়ে গেছে নতুন নতুন শিক্ষকরা এসেছেন,শিক্ষার্থীরা এসেছেন।

এরপর আমরা মন্দিরে গিয়ে কিছু সময় কাটাই যাওয়ার সময় আমরা নদী পার হই এবং নদীতে প্রচন্ড স্রোত ছিলো রশি ধরে ধরে এপার থেকে ওপারে গিয়েছি এবং ওখানে আমরা কিছু সেলফি এবং ছবি তুলেছি বৃষ্টির সাথে। এটা দেখে বাচ্চারা খুব আনন্দ পেয়েছিল মন্দিরে থাকাকালীন পুরো সময় ধরে মুন্নি আমাদেরকে সংগ দিয়েছিল। মন্দির থেকে ফিরে এসে মিসেস সুলতানার সাথে গেইটে দেখা হল । আমি আমার হাজবেন্ডের সাথে পরিচয় করানোর সময় বললাম আমার হাজব্যান্ড তখন উনি আমাকে বললেন এত আমার আমার করো কেন বলতে পারো না আপনার জামাই । তারপর আমার হাজবেন্ড আমার ছেলে ওমেয়েকে দেখিয়ে বললেন "এরা আপনার নাতি নাতনি "। উনার আন্তরিকতা ও ভালোবাসা আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে মনে হচ্ছিল অনেক কাছের ও আপন মানুষের কাছে গিয়েছি।

এরপর আমরা সবাই পুকুরপাড় , মির্জা হল , পেছনের কলাবাগান , মাছের খামার (মিনি চিড়িয়াখানা,যেখানে হরিণ ময়ূর ও অন্যান্য পাখি ছিল ঘুরে ঘুরে দেখে হোমসে ফিরে এসে দেখি মিস মুৎসুদ্দি এসেছেন।উনার সাথে সবাই পরিচিত হলাম। উনি এখন আর আগের মতো সবকিছু মনে রাখতে পারেন না গুলিয়ে ফেলেন তাই বারবার আমার হাজব্যান্ড হয়ে যাচ্ছিল সোমার আর সোমার হাজব্যান্ড কে বানিয়ে দিয়েছিল আমার হাজব্যান্ড এ নিয়ে সবাই একটু হাসাহাসি ওমজা করছিল।

তারপর যথারীতি দুপুরের খাবার খেতে ডাইনিং এ যাওয়ার অপেক্ষা । এর মাঝেই বর্ণা লাইভ ভিডিও বানাচ্ছে কেউ কেউ নিজের মত প্রিয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখছে ও ছবি তুলছে আর বাচ্চারা বরফ-পানি খেলছে। ডাইনিং এ খাওয়া চলে এসেছে লুচি ,মালপোয়া,সুজি,পায়েস,মিষ্টি,পোলাও,বুটের ডাল আর নিরামিষ সবজি।

আমাদের ডাইনিং এ খাওয়ার সময় মিস মুৎসুদ্দি ও মিস নেসা উপস্থিত ছিলেন।মিসেস আক্তার আমাদের খাবার তুলে তুলে দিয়েছিলেন আর বারবার বলছিলেন জামাইদের দেখে দেখে দিও ।জামাইরাওখুশি তাদের আপ্যায়নে।কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরনো ছাত্রীদের এভাবে আদর আপ্যায়ন করার বিষয়টা সত্যিই বিরল।জামাইরাও আপ্যায়নে খুশি জামাইদের আপ্যায়নে বিরিয়ানি কোপ্তা কাবাব না থাকলেও ছিল বুক ভরা ভালোবাসা ও আন্তরিকতা ।এমনকি ডাইনিং থেকে আসার সময়েও মিস মুৎসুদ্দি ব্যাগ ভর্তি করে মালপোয়া দিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য ।বর্ণা সেই মালপোয়া সবাইকে গাড়িতে ভাগ করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

দিনভর হই হুল্লোর আর ছুটাছুটি করে গাড়িতে ওঠার সময় ভীষণ মন খারাপ হচ্ছিল সবাই ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল সবার কিন্ত কেউ ঘুমোতে পারলাম না কারণ মজার মজার কথা আর গল্প বলে আমাদেরকে পুরো সময় ধরে মাতিয়ে রেখেছিল ববি সবাই খুব হাসি আনন্দের মধ্য দিয়ে কখন যে সময় ফুরিয়ে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে গেছি বুঝতে পারিনি । একে একে সবাই যার যার গন্তব্যে নেমে গেলাম সব মিলিয়ে আমাদের এই ভ্রমণটা ছিল খুবই আনন্দদায়ক ও ফলপ্রসূ ।বহু বছর পর বন্ধুদের সঙ্গে পেয়েছি , উপভোগ করেছি,বাকি বন্ধুরা থাকলে আরো ভালো লাগতো বৃষ্টি কিছুটা ব্যাঘাত ঘটালেও দমিয়ে রাখতে পারেনি আনন্দ থেকে।

যা'হোক সব মিলিয়ে প্রিয় ক্যাম্পাসে প্রিয় বন্ধুদের সাথে কাটানো এই দিনটি আমাদের স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মাধবী গুপ্তা
সদস্য, এসো